তারিখ ......23 APR 2017
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৭...

যুগান্তর

কওমির স্বীকৃতি সরকারের আগের প্রতিশ্রুতি ছিল

— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট, *সাভার*

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি দেয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। শনিবার রাজধানীর উপকণ্ঠে সাভারে বেদে সম্প্রদায়ের উত্তরণ ফাউন্ডেশনের শোরুম উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। কওমির স্বীকৃতির সঙ্গে হেফাজতের কোনো সম্পর্ক নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে অঙ্গীকার ছিল, সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর আগে একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন। ওই কমিটির প্রধান ছিলেন হেফাজতের মাওলানা শাহ শফী। পরে শাহ শফী এবং কমিটির অন্য আলেমরা যখন একমত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আসেন তখন প্রধানমন্ত্রী এটাকে স্বীকৃতি দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটা আলেম-ওলামাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এখানে হেফাজতের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এটা মূলত যারা কওমি মাদ্রসায় পড়ে তাদের দাবি পূরণের লক্ষ্য মাত্র। এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ডা. এনামুর

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

কওমির স্বীকৃতি সরকারের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রহমান, পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি হাবিবুর রহমান, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার শাহ মিজান শফিউর রহমান প্রমুখ।

জঙ্গিবাদের নামে দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চলছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, ধর্মের নামে যারা অধর্মের কাজ করে, ইসলামের নামে যারা জঙ্গিবাদে লিপ্ত হয় এবং ইসলামের নামে যারা ব্যবসা করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, ইসলামকে কলঙ্কিত করে জঙ্গিবাদের নামে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার পাঁয়তারা চলছে, ষড়যন্ত্র চলছে।

শনিবার ময়মনসিংহে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদ্রাসার যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা দ্রুত কার্যকর করা হবে, যা মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, কওমি মাদ্রাসার ওপর আঙুল তোলা হতো যে, এরাই জঙ্গি তৈরি করে। আর তখন আমি দাঁড়িয়ে বলতাম, কখনই না। ইসলাম যারা পছন্দ করে, যারা মুসলমান, যারা ধর্মের শিক্ষা দেয়, তারা কোনো দিন-এ কাজ করতে পারে না।

ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন রেঞ্জ ডিআইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান, জেলা প্রশাসক খলিলুর রহমান, পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এহতেশামুল আলম প্রমুখ।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর